

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২৭ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-31 13 November 2026 ◆ Friday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



কাজিরাঙায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, সংঘর্ষে মৃত বেড়ে ২৩

বোকাখাত থেকে নগাঁওগামী যাত্রীবোঝাই গাড়িতে মুখোমুখি ধাক্কা দ্রুতগতির ট্রাকের, অধিকাংশ যাত্রী পড়ুয়া

গুয়াহাটি : অসমের কাজিরাঙায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৩। রঙাজান এলাকার কাছে দ্রুতগতির একটি ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবোঝাই ট্রাভেলার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির অধিকাংশ যাত্রীই পড়ুয়া বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর।

জানা গিয়েছে, বোকাখাত থেকে নগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই ট্রাভেলারটি। সেই সময় উলটো দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাকের সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাতে ট্রাভেলারটি সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায়। গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এএস ০২ এসি ৬৬৯০। চালকের নাম আবদুল মাজিদ।



গাড়িটিতে ২৭ জন যাত্রীর বসার ব্যবস্থা ছিল। দুর্ঘটনার পর বেশ কয়েকজন যাত্রী গাড়ির ভিতরে আটকে পড়েন। তাঁদের উদ্ধারে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পুলিশকর্মীরাও তৎপর হন। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রাথমিকভাবে আহত কয়েকজনকে কোহরা মডেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে গুরুতর জখম যাত্রীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (জেএমসিএইচ) স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

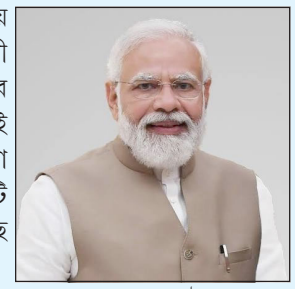
এদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাভেলারটির ট্রাফিক চালান সংক্রান্ত তথ্যও সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, গাড়িটির বিরুদ্ধে আগে মোট ১২টি চালান জমা হয়েছিল, যার জরিমানা বাবদ ৩৮,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। তবে অতিরিক্ত ৪,০০০ টাকার একটি চালান এখনও বকেয়া রয়েছে। অসমে বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গতিতে চালানোর জন্য এই জরিমানার বিধান রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কীভাবে এই ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটল, ট্রাকটির গতি কত ছিল এবং দুর্ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃত ও আহতদের পরিচয় জানার অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন।

২০২৭ সালের এইচএসএলসি পরীক্ষার ফর্ম পূরণের সময় বাড়ল

গুয়াহাটি : অসমে ২০২৭ সালের হাইস্কুল লিভিং সার্টিফিকেট (এইচএসএলসি) পরীক্ষার ফর্ম পূরণের সময়সীমা বাড়াল অসম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড (এএসএসইবি)। নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে ফর্ম পূরণ করা যাবে। পরীক্ষার ফি জমার শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর। বৃহস্পতিবার জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ডের ডিভিশন-১ সমস্ত নিবন্ধিত স্কুলকে বর্ধিত সময়সীমার কথা জানিয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য আপলোড এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য পোর্টালে 'চেকলিস্ট কারেকশন' সুবিধাও চালু রয়েছে। বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, এই সময়সীমা চূড়ান্ত। আর কোনও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না। শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুও স্কুলগুলিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফর্ম পূরণ ও ফি জমার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আবেদন জানিয়েছেন।

২১ নভেম্বর কলকাতায় আসছেন মোদি, অরেঞ্জ লাইন মেট্রো উদ্বোধনের সম্ভাবন

কলকাতা : চলতি মাসেই ফের কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ২১ নভেম্বর একদিনের সফরে তাঁর কলকাতায় আসার কথা। সূত্রের খবর, ওই দিন সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন তিনি। এরপর একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন।



প্রধানমন্ত্রীর সফরে বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত সম্প্রসারিত অংশ। উদ্বোধনের পর নিজেও মেট্রোয় সফর করতে পারেন মোদি। চিংড়িঘাটায় জমিজটের কারণে দীর্ঘদিন আটকে ছিল এই প্রকল্পের কাজ।

এছাড়া সফরে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকতে পারেন বলে সূত্রের খবর। তবে প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত কর্মসূচি এখনও ঘোষণা করেনি রাজ্য বিজেপি। গত মে মাসে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এটি তাঁর দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ সফর হতে চলেছে।

শহিদ কনকলতা বড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ দ্রুত শেষের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

ভোলাগুড়ি চা-বাগানে নির্মাণের অগ্রগতি পর্যালোচনা

গুয়াহাটি : অসমের ভোলাগুড়ি চা-বাগানে নির্মীয়মাণ শহিদ কনকলতা বড়ুয়া রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত প্রকল্পের মাত্র ২৫ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।



পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামূলক ভবন, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক হস্টেল এবং আবাসন নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। এজন্য জাতীয় সড়ক ১৫ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চার লেনের সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং একটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণকাজের জন্য বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরির নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিরাপদে ঘরে ফেরার দাবিতে ২২ নভেম্বর ইম্ফলে বাস্তুচ্যুত মেইতেইদের গণমিছিল

ইম্ফল : দীর্ঘদিনের বাস্তুচ্যুতি ও ত্রাণশিবিরের দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তির দাবিতে ফের আন্দোলনের পথে নামছেন মণিপুরের বাস্তুচ্যুত মেইতেই পরিবারগুলি। আগামী ২২ নভেম্বর নিরাপদে নিজেদের ঘরে ফেরানোর দাবিতে ইম্ফলে গণমিছিলের ডাক দিয়েছে মেইতেই ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড পার্সনস (আইডিপি)-দের সর্বোচ্চ কমিটি।



বৃহস্পতিবার কর্মসূচি ঘোষণা করে আয়োজকরা জানান, 'এইখোই এইখোইগি ইউমদা হানজিনজরাগে' (আমরা নিজেদের ঘরে ফিরতে চাই) স্লোগানকে সামনে রেখে মিছিল হবে। ওই দিন ইম্ফলের থাউ গ্রাউন্ড থেকে মিছিল শুরু হয়ে খুমান লাম্পাকের দিকে এগোবে। আয়োজকদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ঘরছাড়া পরিবারগুলির দুর্দশা, পুনর্বাসনের অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তার অভাবের বিষয়টি প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের নজরে আনাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী একাধিক সংগঠন যৌথভাবে মিছিলের আয়োজন করছে। এর মধ্যে রয়েছে চূড়াচাঁদপুরের সিএমইউসি, মেইতেই কাউন্সিল মোরে, তোরবুং জিপি ভিকটিম কমিটি এবং কাংপোকপি মেইতেই ইউনিয়ন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মে মাসে মণিপুরে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয়শিবিরে চলে যেতে বাধ্য হন। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বহু পরিবার এখনও নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পারেনি।

শ্রীভূমিতে পারিবারিক হিংসার বলি দুই নাবালক, গুরুতর জখম বাবা-মা-সহ ৩

শ্রীভূমি : পারিবারিক হিংসার ভয়াবহ ঘটনায় শ্রীভূমি জেলার নীলমবাজার থানার অন্তর্গত গোলাঘাট গ্রামে মৃত্যু হল দুই নাবালক ভাইয়ের। একই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁদের বাবা-মা এবং পরিবারের আর এক ছেলে। শুক্রবার গভীর রাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে। নিহত দুই শিশুর নাম জাহাঙ্গির হুসেন (৮) ও আলম উদ্দিন (৭)।

অভিযোগ, পরিবারের সদস্যদের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান ফারুক আহমেদ। আহতরা হলেন বাবা খলিল উদ্দিন, মা আলিয়া বেগম এবং ভাই আলতাফ হুসেন। তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার পর পুলিশ অভিযুক্ত ফারুক আহমেদকে আটক করেছে। প্রাথমিকভাবে পারিবারিক বিবাদ থেকে হামলার সূত্রপাত বলে অনুমান করা হচ্ছে। অভিযুক্তের মাদকাসক্তির সম্ভাবনার কথাও স্থানীয় সূত্রে উঠে এসেছে। তবে হামলার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। একই পরিবারের দুই শিশুর মৃত্যুতে এলাকায় শোক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

শুক্রবার, ২৭ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

কাজ আছে, নিশ্চয়তা নেই: কম মজুরি ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে শ্রমজীবী সমাজ

কর্মসংস্থান শুধু জীবিকা নির্বাহের উপায় নয়, এটি মানুষের আর্থিক স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা ও আত্মসম্মানের অন্যতম ভিত্তি। একটি সম্মানজনক চাকরি মানুষকে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার সাহস জোগায়। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় চাকরি থাকলেই যে আর্থিক নিরাপত্তা কিংবা নিশ্চিত ভবিষ্যৎ মিলবে, সেই ধারণা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। কম মজুরি, অস্থায়ী নিয়োগ, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাব শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে ক্রমেই অনিশ্চিত করে তুলছে। ফলে আজকের চ্যালেঞ্জ শুধু কর্মসংস্থান তৈরি করা নয়, সম্মানজনক ও নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাও। একসময় চাকরি বলতে বোঝাত নিয়মিত বেতন, দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান, পদোন্নতি এবং অবসরকালীন সুবিধা। কিন্তু অর্থনীতির পরিবর্তিত কাঠামোয় সেই নিশ্চয়তা অনেকটাই সংকুচিত হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, আউটসোর্সিং এবং গিগ-ভিত্তিক কাজের প্রসার ঘটেছে। নিয়োগকর্তাদের কাছে এই ব্যবস্থা ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উপায় হলেও কর্মীদের কাছে তা প্রায়ই অনিশ্চিত আয়ের সমার্থক। আজ যে কাজ রয়েছে, আগামী মাসেও তা থাকবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর অনেকের কাছেই অজানা।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন শিক্ষিত তরুণরা। উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত ডিগ্রি অর্জনের পরও বহু যুবক-যুবতী যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন না। কেউ বেকার থাকছেন, কেউ আবার নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় অনেক নিচু পদে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে এই ব্যবধান দেশের মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করছে। তাই শুধু ডিগ্রির সংখ্যা বাড়ানো নয়, কর্মক্ষেত্রের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল মজুরি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের অসামঞ্জস্য। বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা, যাতায়াত এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বেতন বাড়ছে না। পূর্ণ সময় কাজ করেও যদি একজন কর্মী পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খান, তবে সেই কর্মসংস্থানের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান বাড়লেই সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, এমন দাবি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারে গিগ কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পরিবহণ, খাবার সরবরাহ এবং অনলাইন পরিষেবায় বহু মানুষ যুক্ত হচ্ছেন। কাজের সময় বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকলেও অনিয়মিত আয়, বেতনসহ ছুটির অভাব এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার সীমাবদ্ধতা তাঁদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলছে। প্রযুক্তিনির্ভর এই কর্মব্যবস্থায় নমনীয়তার পাশাপাশি শ্রমিকের অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির প্রসারও কর্মজগতের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে। কিছু প্রচলিত কাজের চাহিদা কমলেও নতুন পেশার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে প্রয়োজন প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ। তবে প্রযুক্তির অগ্রগতির সমস্ত দায় কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। প্রশিক্ষণ ও পুনর্দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরিতে সরকার এবং নিয়োগকর্তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

কর্মক্ষেত্রের পরিবেশও উপেক্ষা করার মতো বিষয় নয়। অতিরিক্ত কাজের চাপ, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অবাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং পদোন্নতির সীমিত সুযোগ কর্মজীবনকে মানসিক উদ্বেগের কারণ করে তুলছে। বিশেষত নারী ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা আরও বেশি বৈষম্য ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। সমান কাজের জন্য সমান মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যবিমা এবং অবসরকালীন সুরক্ষা তাঁদের মৌলিক অধিকার হওয়া উচিত।

এই পরিস্থিতি বদলাতে সরকারের কর্মসংস্থান নীতিতে কাজের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কাজের গুণমানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ন্যায্য মজুরি, শ্রম আইন কার্যকর করা এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতা বাড়ানো জরুরি। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও কর্মীদের মুনাফা অর্জনের উপকরণ হিসেবে না দেখে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উচিত বাস্তবমুখী শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত মাপকাঠি শুধু বিনিয়োগ, উৎপাদন কিংবা নতুন চাকরির সংখ্যা নয়। একজন কর্মী তাঁর উপার্জনে পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারছেন কি না, সন্তানের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে পারছেন কি না, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে পারছেন কি না, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পন্নুনের মামলা: ভারতের সার্বভৌমত্ব ও আমেরিকার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্কের অগ্নিপরীক্ষা

ললিত গর্গ

খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপতবন্ত সিং পন্নুনের দায়ের করা একটি দেওয়ানি মামলায় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্রাক্তন 'র' প্রধান সামন্ত গোয়েল-সহ কয়েকজন ভারতীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতের সমন জারির ঘটনা নতুন করে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের সামনে কূটনৈতিক ও আইনি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিষয়টি নিছক কোনও ব্যক্তির অভিযোগ কিংবা বিদেশের আদালতে চলা একটি সাধারণ মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক আইনি প্রক্রিয়া এবং দুই দেশের পারস্পরিক মর্যাদার প্রশ্ন।

প্রথমেই একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আদালতের সমন জারি হওয়া মানেই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া নয়। একইভাবে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়া বা আদালতের প্রাথমিক পদক্ষেপকে তাঁর অপরাধের চূড়ান্ত স্বীকৃতি হিসেবে দেখা যায় না। পন্নুনের অভিযোগ ভারত সরকার আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে এই মামলার বিচারিক প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত রায় হিসেবে বিবেচনা করা যেমন অনুচিত, তেমনই এর আইনি ও কূটনৈতিক গুরুত্ব উপেক্ষা করাও বাস্তবসম্মত নয়। আসল প্রশ্ন হল, বিদেশি আদালতে এই মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত কূটনৈতিক রীতিনীতি কতটা মানা হচ্ছে।

পন্নুন দীর্ঘদিন ধরেই ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বলে ভারতের অভিযোগ। ভারত সরকার বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন বা ইউএপিএ-র অধীনে তাঁকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাঁর সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস'-কেও ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমন একজন ব্যক্তির দায়ের করা মামলায় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত শীর্ষ আধিকারিকদের নাম উঠে আসা স্বাভাবিকভাবেই নয়াদিল্লির কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়।

ভারতের উদ্বেগ কেবল অভিযোগের বিষয়বস্তু নিয়ে নয়। বিদেশের মাটিতে অবস্থান করে কোনও ভারতবিরোধী শক্তি অন্য দেশের বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে কি না, সেই প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। তবে এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য মনে রাখা জরুরি। মার্কিন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং মার্কিন সরকারের বিদেশনীতি এক বিষয় নয়। আমেরিকার আইনে কোনও ব্যক্তি মামলা দায়ের করার অধিকারী হলে আদালত তার নিজস্ব বিচারিক এক্তিয়ার ও প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মার্কিন প্রশাসন সেই অভিযোগকে সমর্থন করছে। একইভাবে, কূটনৈতিক মাধ্যমে ভারতীয় দূতাবাসে কোনও বিচারিক নথি পাঠানোও অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নেওয়ার সমান নয়। সেটি আইনি প্রক্রিয়ারই একটি অংশ হতে পারে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, ভারতের উদ্বেগের কোনও ভিত্তি নেই। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচার পরস্পরের পরিপূরক। কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের সরকার বা তার শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আদালতের নথি পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিধি ও নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। ভারতের নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিদেশি বিচারিক নথি গ্রহণ ও পরিবেশনের যে আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে, তা যথাযথভাবে অনুসরণের দাবি তাই অযৌক্তিক নয়।

এই প্রক্রিয়া উপেক্ষা করা হলে বিষয়টি আর নিছক প্রশাসনিক বা আইনি জটিলতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন প্রশ্ন ওঠে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক নীতির। কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশি বিচারিক প্রক্রিয়ার সীমা কোথায়, সেই বিতর্কও সামনে আসে।

এই মামলার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক জাতীয় নিরাপত্তা। অজিত ডোভাল ভারতের নিরাপত্তা কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর দায়িত্ব ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা, গোয়েন্দা কার্যকলাপ এবং একাধিক গোপনীয় বিষয় যুক্ত। ফলে বিদেশি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে একটি সাধারণ দেওয়ানি বিরোধ হিসেবে দেখার সুযোগ সীমিত। জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত কোনও বিষয় আদালতের বিচারাধীন হলেও তার সংবেদনশীলতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

তবে এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত সংযত, দৃঢ় এবং আইনসম্মত। আবেগের বশে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া বা কূটনৈতিক সংঘাত বাড়িয়ে তোলা সমস্যার সমাধান নয়। দৃঢ়তা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব এক জিনিস নয়। ভারতের প্রকৃত শক্তি শুধু তার অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; দেশের সাংবিধানিক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা এবং কূটনৈতিক পরিপক্কতাও তার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

তাই মার্কিন আদালতে প্রয়োজনীয় আইনি যুক্তি তুলে ধরা, আদালতের এক্তিয়ার, রাষ্ট্রীয় দায়মুক্তি বা সার্বভৌম দায়মুক্তির মতো প্রযোজ্য আইনি নীতির ভিত্তিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করা এবং একই সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে ধারাবাহিক কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখাই ভারতের কাছে সবচেয়ে কার্যকর পথ হতে পারে।

পন্নুনের এই মামলা স্বাভাবিকভাবেই কানাডায় খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের কথাও মনে করিয়ে দেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমেরিকা, কানাডা ও ব্রিটেনের মতো দেশে অবস্থানকারী ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি সেখানকার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও আইনি সুরক্ষার সুযোগ নিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছে বলে ভারতের অভিযোগ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকদের মতপ্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা রক্ষা করা। কিন্তু সেই স্বাধীনতার অর্থ অন্য একটি দেশের সার্বভৌমত্ব এবং বৈধ নিরাপত্তা উদ্বেগকে উপেক্ষা করা হতে পারে না।

এখানেই আমেরিকার দায়িত্বের প্রশ্নটি সামনে আসে। ওয়াশিংটন যদি ভারতকে প্রকৃত কৌশলগত অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে, তাহলে তার ভূখণ্ড যেন ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের মঞ্চ হয়ে না ওঠে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও রয়েছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যৌথ লড়াই তখনই কার্যকর হতে পারে, যখন রাজনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা বা তার বিরুদ্ধে অবস্থান বদলে ফেলা হবে না। বর্তমানে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের পরিসর অনেক বিস্তৃত। প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পন্নুনকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ককে দুই দেশের বৃহত্তর সম্পর্কের নিয়ামক হতে দেওয়া উচিত নয়। বাণিজ্য ও শুল্কনীতি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য ইতিমধ্যেই রয়েছে। তার সঙ্গে যদি বারবার সন্ত্রাসবাদ ও সংবেদনশীল বিচারিক বিতর্ক যুক্ত হয়, তাহলে অপ্রয়োজনীয় অবিশ্বাস এবং কূটনৈতিক দূরত্ব বাড়তে পারে। আমেরিকার বোঝা প্রয়োজন, ভারত এমন কোনও রাষ্ট্র নয়, যাকে চাপ সৃষ্টি করে জাতীয় নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করা যাবে। সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারত তার স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না।

উখরুলে ফের সশস্ত্র হামলা, নিজের জমিতে ধান কাটতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ কৃষক

নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন গ্রাম কর্তৃপক্ষের

উখরুল : নিজের জমিতে ধান কাটতেও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন মণিপুরের উখরুল জেলার কৃষকরা। বৃহস্পতিবার ভোরে সিনাকেইথেই গ্রামের ইহাং প্লেইনস এলাকায় সশস্ত্র হামলায় গুরুতর জখম হলেন ৪৯ বছর বয়সি এক কৃষক। আহতের নাম নিউটন মাহুং। এই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিনাকেইথেই ভিলেজ অথরিটি। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছে তারা।

গ্রাম কর্তৃপক্ষের বিবৃতি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ৩টা ৫ মিনিটে গ্রামের বসতিপূর্ণ এলাকা থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে ইহাং প্লেইনসে কয়েকজন কৃষক ধান কাটছিলেন। সেই সময় লুংটার পাহাড়ের দিক থেকে সন্দেহভাজন কুকি



সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। এতে প্রয়াত মায়োনমি মাহুংয়ের ছেলে নিউটন মাহুংয়ের ডান হাতের আগবাহু এবং বাঁ হাতের তিনটি আঙুলে গুলির আঘাত লাগে।

ঘটনাস্থলের কাছেই ১০৫ জি কোম্পানির সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) শিবির রয়েছে। এছাড়া গ্রামের বসতিপূর্ণ এলাকায় রাজ্য পুলিশ, মণিপুর রাইফেলস এবং ১৫১ এফ কোম্পানির বিএসএফ সদস্যরা মোতায়েন ছিলেন। তা সত্ত্বেও কীভাবে কৃষকদের উপর হামলা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে গ্রাম কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, ধান কাটার মরশুমে হামলার আশঙ্কা করে প্রায় তিন সপ্তাহ আগেই অতিরিক্ত নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছিল।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পরে কবরস্থানের কাছে মোতায়েন ১৫১ এফ কোম্পানির বিএসএফ সদস্যরা পাল্টা গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তাঁদের তৎপরতায় আহত কৃষক-সহ মাঠে আটকে পড়া অন্যদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। গ্রাম কর্তৃপক্ষের দাবি, নিরাপত্তাহীনতার কারণে চলতি বছরে গ্রামের মোট চাষযোগ্য ধানজমির মাত্র ২ শতাংশে চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

অসমে ভুয়ো দশম শ্রেণির শংসাপত্র চক্রের তদন্তে সিআইডি, নজরদারিতে ৪,৯৩৪ পড়ুয়া

গুয়াহাটি : অসমে ভুয়ো শিক্ষাগত শংসাপত্রের কারবার ঘিরে বড়সড় তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনসের (সিআইএসসিই) নাম ব্যবহার করে জাল দশম শ্রেণি উত্তীর্ণের শংসাপত্র তৈরি ও বিলির অভিযোগ উঠেছে। এই শংসাপত্র দেখিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে মোট ৪,৯৩৪ জন পড়ুয়া। অসম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ডের (এএসএসইবি) ডিভিশন-২-এর তদন্তে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু জানিয়েছেন, জাল শংসাপত্রের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়ার প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াদের ভর্তি বাতিল করা হবে। তাঁর দাবি, এই ধরনের অধিকাংশ ঘটনার খবর এসেছে নগাঁও জেলা থেকে।

বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ২,০৮৩ জন এবং ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে আরও ২,৮৫১ জন পড়ুয়া সিআইএসসিই-র নামাঙ্কিত দশম শ্রেণি উত্তীর্ণের শংসাপত্র দেখিয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। অথচ সংশ্লিষ্ট শংসাপত্র প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সিআইএসসিই-র অনুমোদন ছিল না বলে অভিযোগ। গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতরের কমিশনার ও সচিবকে পাঠানো চিঠিতে এএসএসইবি জানিয়েছিল, অসম ও অরুণাচল প্রদেশ মিলিয়ে সিআইএসসিই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে মাত্র ২৮টি। অথচ অসমে ৯৪টি প্রতিষ্ঠান ওই সংস্থার নাম ব্যবহার করে শংসাপত্র দিয়েছে বলে অভিযোগ। বোর্ডের মতে, অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়া শংসাপত্র জাল ও ভুয়ো। ইতিমধ্যে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে এই ধরনের শংসাপত্রের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন আটকে দিয়েছে বোর্ড। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের এবং দুই শিক্ষাবর্ষের পড়ুয়াদের ভর্তি বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকাও রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, এই জালিয়াতির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছে অল অসম মাইনরিটিজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (আমসু) হোজাই জেলা কমিটি। সংগঠনের দাবি, শুধু হোজাই জেলাতেই চলতি শিক্ষাবর্ষে ৬০০-র বেশি পড়ুয়া সিআইএসসিই-র নামাঙ্কিত শংসাপত্র সংগ্রহ করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে।

অসমের খসড়া ভোটার তালিকায় ২.৫২ কোটি নাম, নতুন সংযোজন ২.১৮ লক্ষ

গুয়াহাটি : অসমের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর প্রকাশিত তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯১০। চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার তুলনায় নতুন খসড়া তালিকায় ভোটার বেড়েছে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৭১ জন।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন তালিকায় পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৫০। মহিলা ভোটার রয়েছেন ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৩৯ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৩২১। অর্থাৎ, পুরুষের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা সামান্য বেশি।

নির্বাচন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিশেষ সংশোধন (স্পেশাল রিভিশন বা এসআর) প্রক্রিয়া শেষে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মোট ভোটার ছিলেন ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৩৯ জন। পরবর্তী সময়ে নিয়মিত সংশোধন প্রক্রিয়ায় নতুন করে ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৩৪৪ জনের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন কারণে বাদ পড়েছে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫৭৩ জনের নাম। ফলে সব মিলিয়ে নিট ভোটার বেড়েছে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৭১ জন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, অসমে ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন অন্যান্য রাজ্যের মতো বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বিশেষ সংশোধন বা এসআর পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিশেষ বিধান ও রাজ্যের নিজস্ব পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই এই পৃথক পদ্ধতি নেওয়া হয়। এর ফলে অসম দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার আওতায় আসে।

ডিমাপুরে শুরু ছয় দিনের 'সারস মেলা ২০২৬'

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ উদ্যোগের প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব

ডিমাপুর : গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে শুরু হল ছয় দিনের 'সারস মেলা ২০২৬'। বৃহস্পতিবার ডিমাপুর ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরের কমিশনার ও সচিব থাভাসিলান কে। নাগাল্যান্ড স্টেট রুরাল লাইভলিহুডস মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠী, গ্রামীণ উদ্যোগপতি ও কারুশিল্পীরা অংশ নিয়েছেন।

এবার অতিথি রাজ্য হিসেবে মণিপুর, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ ও কর্নাটকের প্রতিনিধিরাও নিজেদের পণ্য ও ঐতিহ্য তুলে ধরছেন। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে।



পণ্য প্রদর্শনী ও কেনাবেচার পাশাপাশি মেলায় রয়েছে প্রশিক্ষণ কর্মশালা, উদ্যোগপতি সম্মেলন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কর্মসূচি। গ্রামীণ ব্যবসায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসা পরিচালনা এবং বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। বিশেষ আকর্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন, যেখানে উৎপাদকদের সঙ্গে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। বিনোদনের জন্য রয়েছে ডিজিটাল আর্ট, সরাসরি ক্যারিকেচার, ফটো বুথ এবং গান উৎসর্গের বিশেষ ব্যবস্থা। পাশাপাশি নাগাল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী খাবার-সহ বিভিন্ন পদ নিয়ে ফুড ফেস্টিভ্যাল, শিশুদের প্লে জোন ও কার্নিভাল গেমসের আয়োজন রয়েছে। মেলায় মারুতি সুজুকি, ইসুজু, হুন্ডাই ও মাহিন্দ্রা তাদের বিভিন্ন গাড়ির মডেল প্রদর্শন করছে।

রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ১০০ বার হারবে কংগ্রেস : বিপ্লব

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো দেশে কোনও রাজনৈতিক দল নেই

আগরতলা : দেশে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো কোনও রাজনৈতিক দল নেই। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে আগামী দিনেও বারবার নির্বাচনে পরাজিত হতে হবে দলটিকে। এমনই দাবি করলেন ত্রিপুরার বিজেপি সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর মতে, বামপন্থী দলগুলিও ইতিমধ্যে রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে।

বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমায় বিজেপির এক সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বিপ্লব দেব বলেন, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে বিজেপির মোকাবিলা করার মতো সাংগঠনিক শক্তি ও রাজনৈতিক দিশা কংগ্রেসের নেই। তাঁর দাবি, কংগ্রেস ১০০ বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও প্রতিবারই পরাজয়ের মুখে পড়বে।

বামপন্থী দলগুলিকে নিশানা করেও সরব হন বিজেপির এই নেতা। তাঁর অভিযোগ, কমিউনিস্ট দলগুলি রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। অন্যান্য বিরোধী দলেরও কোনও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি কিংবা জনমুখী বিকল্প নেই।

বিপ্লব দেবের অভিযোগ, দেশের উন্নয়ন, জনকল্যাণ এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে কংগ্রেস নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের



সমালোচনাতেই বেশি সময় ব্যয় করছেন। জনসভা থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সর্বত্রই বিরোধীদের রাজনৈতিক আক্রমণ প্রাধান্য পাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপি উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে বলে দাবি তাঁর। ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টেনে বিপ্লব দেব বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছিলেন। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপি জনসমর্থন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আগামী নির্বাচনগুলিতেও বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা বজায় থাকবে বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।

চিনে এআই চিপ পাচার নিয়ে বিতর্ক, ট্রাম্প প্রশাসনের ভূমিকা ঘিরে প্রশ্ন

জেনসেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়েও শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর



ওয়াশিংটন: চিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চিপ পাচারের অভিযোগ ঘিরে এবার প্রশ্নের মুখে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। এনভিডিয়ার প্রধান জেনসেন হুয়াংকে কেন্দ্র করে একের পর এক বিতর্ক সামনে আসার পর মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা। অভিযোগ, চিনে চিপ পাচার রুখতে প্রশাসনের কাছে যথেষ্ট তথ্য থাকলেও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি।

সূত্রের খবর, সিঙ্গাপুরের সংস্থা মেগাস্পিডের মাধ্যমে চিনে এআই চিপ পাঠানো হত। দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন প্রশাসনের সন্দেহ, সংস্থাটি আসলে বেজিংয়ের হয়ে চরবৃত্তি করে। তা সত্ত্বেও এনভিডিয়ার অন্তত ৫০ হাজার চিপ ওই সংস্থার মাধ্যমে রপ্তানি হয়েছে বলে দাবি। মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের এক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের মাঝামাঝি থেকেই এনভিডিয়া ও মেগাস্পিডের যোগ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। এরপর মেগাস্পিডকে চিপ সরবরাহ বন্ধ করার জন্য নতুন নিয়ম তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেননি ট্রাম্পের বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিক। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মার্কিন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তাদের বক্তব্য, চিনকে একঘরে করার কথা বললেও কার্যত সেই দেশকে সুবিধা করে দিয়েছে প্রশাসন। বিরোধী রাজনৈতিক নেতারাও ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, ট্রাম্প প্রকাশ্যেই জেনসেনের প্রশংসা করেছেন। তাঁকে 'লেজেন্ড' আখ্যা দিয়ে এনভিডিয়া প্রধানের কাজের প্রশংসা করার পাশাপাশি পদত্যাগের প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। ফলে চিনে তথ্য পাচারের অভিযোগ ওঠা ব্যক্তির প্রতি প্রেসিডেন্টের এমন সমর্থন নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

এদিকে জেনসেনকে ঘিরে ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত বিতর্কও থামছে না। অ্যালিস হুয়াং ও কিম্বার্লি পাওয়েলের পর এনভিডিয়ার আরও এক কর্মীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অভিযোগ সামনে এসেছে। ওই কর্মী পদত্যাগ করার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। ৬৩ বছর বয়সি জেনসেন পরকীয়ার অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন এবং তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে তথ্য পাচারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। এরই মধ্যে বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি এলন মাস্ক তাঁকে নতুন চাকরির প্রস্তাব দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

মুখোমুখি বিতর্কে বসলে প্রধানমন্ত্রিত্বই থাকবে না মোদির, ফের চ্যালেঞ্জ রাহুলের



নয়াদিল্লি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফের আক্রমণাত্মক মেজাজে কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, সামনাসামনি বিতর্কে বসলে প্রধানমন্ত্রীর পদে আর থাকতে পারবেন না নরেন্দ্র মোদি। এমনকী, মোদির বিরুদ্ধে বিদেশি শক্তির সঙ্গে আপস করার প্রমাণও তাঁর স্মার্টফোনে রয়েছে বলে দাবি করেছেন রাহুল। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ফোন ট্যাপ করিয়েছেন। সেই ফোনেই এমন তথ্য রয়েছে, যা প্রকাশ্যে এলে মোদির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে পারে।

এই নিয়ে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি বিতর্কে আহ্বান জানালেন রাহুল। তাঁর বক্তব্য, সংসদে নয়, মুখোমুখি বসেই সমস্ত অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের জবাব দিতে চান তিনি। রাহুলের কথায়, তএকদিকে আমি থাকব, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী। মাঝখানে থাকবে একটি টেবিল। মোদি আমার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলবেন, আমিও তাঁর দিকে তুলব।দ তাঁর দাবি, এমন বিতর্ক হলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে দেশদ্রোহী ও বেইমান প্রমাণ করে দেবেন তিনি।

এর আগে রাহুলের চ্যালেঞ্জের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে বিতর্কের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রয়োজনে বিশেষ অধিবেশন ডাকার কথাও বলেছিলেন তিনি। পালটা রাহুলের অভিযোগ, সংসদে তাঁকে কৃষি আইন, ভোট চুরি, এসআইআর, চিন সীমান্ত পরিস্থিতি, নারাভানের বই কিংবা এপস্টেইন প্রসঙ্গে যথাযথভাবে বলতে দেওয়া হয়নি।

বিতর্কের বিচারক হিসেবে আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান কিংবা আরএসএস প্রধানের নামও প্রস্তাব করেছেন রাহুল। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে একদিকে মোদির ভাবমূর্তিতে আঘাত করতে চাইছেন তিনি, অন্যদিকে নিজেকে নির্ভীক বিরোধী নেতা হিসেবে তুলে ধরার কৌশল নিয়েছেন। তবে রাহুলের অভিযোগ ও ফোনে প্রমাণ থাকার দাবির সত্যতা স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মহারাষ্ট্রে মন্ত্রীর বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা, আড়াই ঘণ্টা পর পৌঁছল পুলিশ

মুম্বই : খোদ মন্ত্রীর বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ। অথচ খবর দেওয়ার পরও আড়াই ঘণ্টা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি পুলিশ। ক্ষুব্ধ মহারাষ্ট্রের এনডিএ সরকারের মন্ত্রী তথা শিবসেনা নেতা সঞ্জয় শিরসাতের প্রশ্ন, আমরা খুন হয়ে যাওয়ার পর কি পুলিশ আসবে? অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে তিন যুবক মন্ত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ও কাচের বোতল ছোড়ে। আহত হন দুই নিরাপত্তারক্ষী। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন মন্ত্রী। শহরে অবৈধ জুয়া ও মাদক কারবারেও পুলিশের মদত রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ইতিমধ্যে তিন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুলিশ কমিশনারের বদলির দাবিও জানিয়েছেন সঞ্জয়।

হাসিনার প্রত্যাবর্তনের দাবিতে বাংলাদেশে বিক্ষোভ, আওয়ামী লীগের ছ'নেতা গ্রেফতার



ঢাকা : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। দলনেত্রীর পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দাবিতে রাজধানী ঢাকা-সহ বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ ও অবরোধ শুরু করেছেন নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা। এই পরিস্থিতিতে দলটির বিরুদ্ধে ফের অভিযান শুরু করেছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার। বৃহস্পতিবার ঢাকায় অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের ছ'জন নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং কৃষক লীগের নেতারাও রয়েছেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মহম্মদ আখতার হোসেন জানিয়েছেন, ধৃতরা নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতা। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন অশান্তির বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত বলেও দাবি পুলিশের। তাঁদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের অগস্টে গণঅভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। সম্প্রতি দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি। কিন্তু ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। এরপরই হাসিনার দল ও তাদের ছাত্র-যুব-কৃষক সংগঠনগুলি আন্দোলনে নামে। পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়া এবং দলনেত্রীর প্রত্যাবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে।

এদিকে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় কঠোর অবস্থানের বার্তা দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি। বুধবার জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে চলতি অস্থিরতার পিছনে পরোক্ষে ভারতের দিকে অভিযোগের আঙুলও তোলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর দাবি, সীমান্তের ওপার থেকে বাংলাদেশে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা চলছে।

সব মিলিয়ে হাসিনার পাসপোর্টের আবেদন খারিজ এবং আওয়ামী লীগের নতুন করে রাজপথে নামাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ফের উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নজর রাজনৈতিক মহলের।

আবাস যোজনায় ভুয়ো প্রাপকদের টাকা ফেরতের ডেডলাইন ৩০ নভেম্বর, প্রয়োজনে সিআইডি তদন্তের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর



কলকাতা : সরকারি প্রকল্পে অযোগ্যদের কোনও জায়গা নেই। আবাস যোজনায় ভুয়ো প্রাপকদের টাকা ফেরাতে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার নবান্নে আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রায় ১২ হাজার অযোগ্য প্রাপক টাকা পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র এক হাজার জন টাকা ফেরত দিয়েছেন। বাকি ১১ হাজার জনকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে টাকা ফেরাতে হবে। পাশাপাশি ৫৭ হাজার ভুয়ো প্রাপকের সন্ধান মিলেছে। কীভাবে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা গেল এবং কারা তাঁদের নাম সুপারিশ করলেন, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন ৭ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে মোট ৪২০১ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে। ফলে আবাস যোজনার মোট উপভোক্তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ লক্ষ ২০ হাজার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্ম বা সম্প্রদায় বিবেচনা না করেই প্রকৃত উপভোক্তাদের সাহায্য করা হচ্ছে। আবাস উপভোক্তারা পিএম সূর্যঘর, ভিবি জি রামজি এবং স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের সুবিধাও পাবেন। শৌচালয় নির্মাণে দেওয়া হবে ১২ হাজার টাকা। পাশাপাশি আবাস যোজনার বাড়ি তৈরিতে বালির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে জেলাশাসকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে গভীর সংকট

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাকশিল্প এখন গভীর শ্রমিক অসন্তোষ ও মানবাধিকার সংকটের মুখে। একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে অপ্রতুল মজুরি, বকেয়া বেতন, ছাঁটাই এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা;সব মিলিয়ে ক্রমশ বিস্ফোরক হয়ে উঠছে শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি। ন্যায্য মজুরির দাবিতে হাজার হাজার শ্রমিক রাস্তায় নেমেছেন। পাল্টা পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশি অভিযান, গ্রেফতার এবং সংঘর্ষের ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশেরও বেশি আসে তৈরি পোশাকশিল্প থেকে। প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান জড়িয়ে রয়েছে এই শিল্পের সঙ্গে, যাঁদের বড় অংশই মহিলা। অথচ বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাকের চাহিদা এবং রফতানির সাফল্যের আড়ালে শ্রমিকদের একটা বড় অংশের জীবন এখনও আর্থিক অনিশ্চয়তা ও বঞ্চনায় জর্জরিত।

বর্তমান আন্দোলনের কেন্দ্রে রয়েছে ন্যূনতম মাসিক মজুরি বৃদ্ধির দাবি। শ্রমিকদের দাবি, বর্তমান ১২,৫০০ টাকা থেকে ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির বাজারে বর্তমান বেতনে সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আশুলিয়া, গাজীপুর, সাভার, মিরপুর এবং নারায়ণগঞ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে আন্দোলন



ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভের জেরে বহু কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-সহ নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পের প্রবেশস্তরের শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি সর্বশেষ সংশোধিত হয়েছিল ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। সেই সময় ৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২,৫০০ টাকা করা হয়। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, পরবর্তী সময়ে খাদ্যদ্রব্য, বাড়িভাড়া, পরিবহণ, রান্নার গ্যাস এবং চিকিৎসার খরচ যেভাবে বেড়েছে, তাতে বর্ধিত মজুরির সুফল কার্যত মুছে গিয়েছে।

একজন ৩১ বছর বয়সি সেলাই মেশিন অপারেটরের অভিজ্ঞতা সেই বাস্তবতাই তুলে ধরেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, মাসে ১৩,৫০০ টাকা আয় করলেও সংসারের খরচ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁকে। বাড়িভাড়া বাবদ ৬ হাজার টাকা এবং রান্নার গ্যাসের জন্য ২,৩০০ টাকা খরচ হয়ে যায়। বাকি টাকা দিয়ে খাবার, সন্তানদের পড়াশোনা এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো প্রায় অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সরব হয়েছে। ২০২৬ সালের অগস্টে চারটি বড় জোটের অন্তর্ভুক্ত ৩৫টি শ্রমিক ফেডারেশন ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩৭,১২৫ টাকা করার দাবি জানায়। অন্যদিকে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল ৩২ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব দেয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে ২০২৬ সালের এপ্রিলে মজুরি পর্যালোচনার সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছে। এর পর থেকেই নতুন করে মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি জোরালো হয়।

ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের চাপে ১ নভেম্বর ছয় সদস্যের নতুন ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করে বাংলাদেশ সরকার। শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

৪ নভেম্বর বোর্ডের প্রথম বৈঠকে নতুন মজুরি কাঠামো ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করার বিষয়ে নীতিগত সম্মতি হয়। সেই অনুযায়ী ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন কাঠামোয় প্রথম বেতন পাওয়ার কথা শ্রমিকদের। তবে কত টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হবে, সে বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

৯ নভেম্বর বোর্ডের দ্বিতীয় বৈঠকে শ্রমিক প্রতিনিধিরা প্রবেশস্তরের কর্মীদের জন্য মাসিক ৩২ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব দেন। এর মধ্যে মূল বেতন ১৯,২০০ টাকা, বাড়িভাড়া ৯,৬০০ টাকা এবং চিকিৎসা, পরিবহণ ও খাদ্য বাবদ অন্যান্য ভাতা ৩,২০০ টাকা রাখার প্রস্তাব রয়েছে। শিক্ষানবিশ কর্মীদের জন্য ৩০ হাজার টাকা মজুরির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

তবে মালিকপক্ষ ওই বৈঠকে নিজেদের পাল্টা প্রস্তাব জমা দেয়নি। আরও চার কর্মদিবস সময় চেয়েছে তারা। বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিকপক্ষ প্রস্তাব না দিলে বোর্ড নিজস্ব সিদ্ধান্তের পথে এগোতে পারে। ফলে আলোচনা শুরু হলেও শ্রমিকদের মূল দাবি এখনও পূরণ হয়নি।

মজুরি আন্দোলন ঘিরে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস এবং সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ। পাল্টা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সড়ক অবরোধ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশের উপর হামলার অভিযোগও উঠেছে।

রয়টার্সের ১ নভেম্বরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিক্ষোভের জেরে ৫০০-রও বেশি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ৫ নভেম্বরের মধ্যে শুধু আশুলিয়াতেই ১০০-র বেশি কারখানায় উৎপাদন বন্ধ থাকার খবর পাওয়া যায়।

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ৩ নভেম্বর পোশাকশ্রমিক তৌফিক হোসেনের মৃত্যু নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ৫ নভেম্বর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে তাঁর মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে শ্রমিকদের উপর হামলা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

সংস্থাটির সঙ্গে কথা বলা এক সহকর্মীর দাবি, বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের সঙ্গে অন্য একটি পোশাক কারখানার মালিকপক্ষের হয়ে আসা বলে অভিযোগ ওঠা একদল ব্যক্তির সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে যান তৌফিক। পরে তাঁকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই সহকর্মীর অভিযোগ, ভাড়াটে হামলাকারীরা তাঁকে নির্মমভাবে মারধর করেছিল।

তবে এই মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্যে ভিন্নতা রয়েছে। পুলিশ ও অন্য কয়েকটি সূত্রের দাবি, ভাঙচুরের ছবি তোলার সময় বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের হামলার শিকার হয়েছিলেন তিনি। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও দায় নির্ধারণে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠেছে।

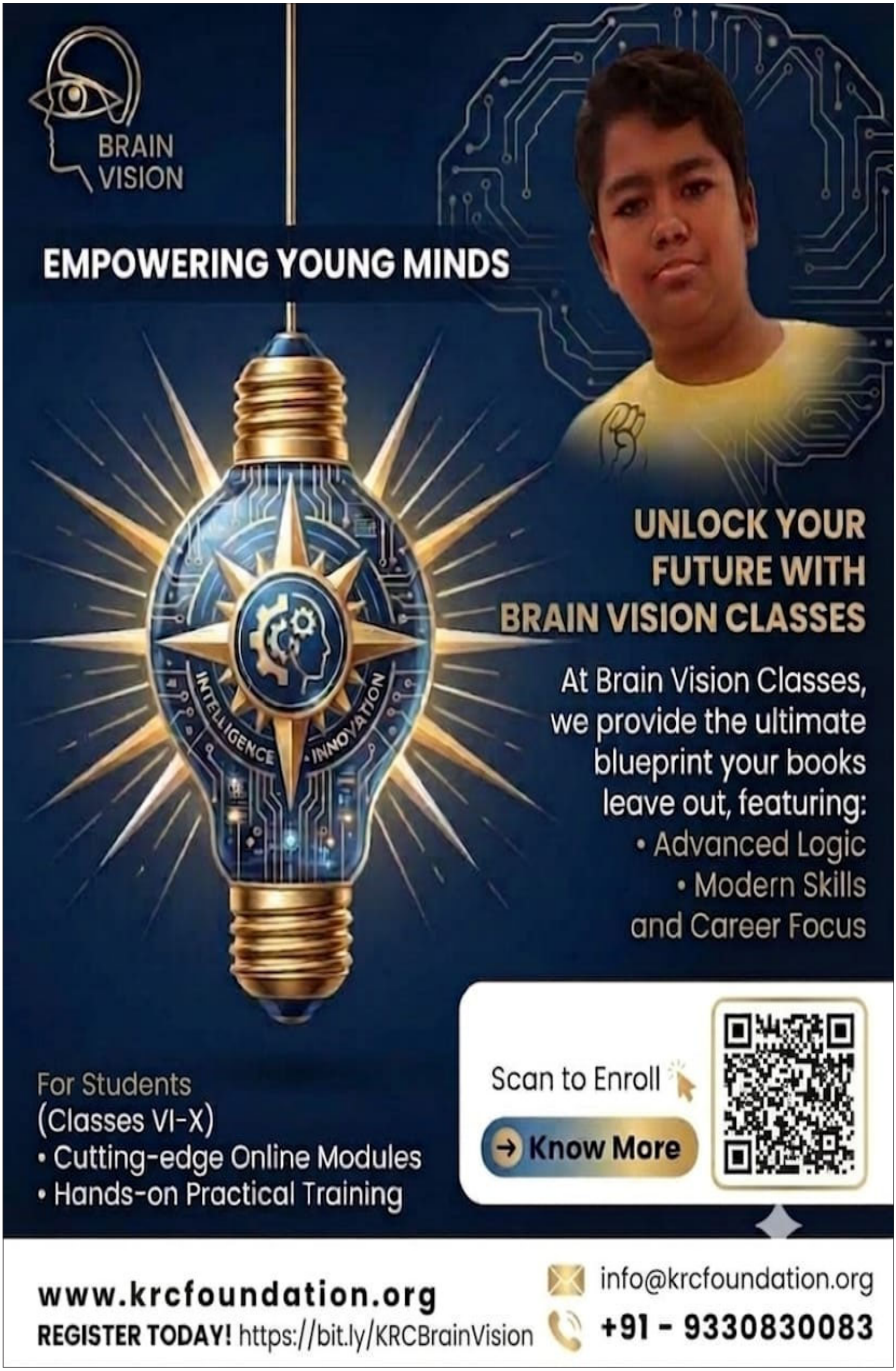
হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশের প্রশাসনের কাছে পুলিশের বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা ও আনুপাতিকতার নীতি মেনে চলার এবং হিংসার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

আন্দোলন দমনে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ৩ নভেম্বর ঢাকা পুলিশ নাশকতার অভিযোগে প্রাক্তন শাসকদল আওয়ামী লীগের ৩৩ জন সমর্থককে গ্রেফতারের কথা জানায়। পাশাপাশি আশুলিয়া থেকে উস্কানির অভিযোগে তিন শ্রমিক নেতাকে আটক করার খবর পাওয়া যায়। বিক্ষোভের ঘটনায় হাজার হাজার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়েরের অভিযোগও উঠেছে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard